গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
কৃষি (শস্য, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ) শুমারি-২০১৮ প্রকল্প
পরিসংখ্যান ভবন
ই-২৭/এআগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
www.bbs.gov.bd

নং-৫২.০১.০০০০.৩৬০.০৬.০৫৪.১৮-৫৬

তারিখ: ১০বৈশাখ, ১৪২৫ ব.
২৩ এপ্রিল, ২০১৮ খ্রি.

বিষয়ঃ পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগাধীন বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর " কৃষি (শস্য, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ) শুমারি-২০১৮ প্রকল্প " শীর্ষক প্রকল্পের টেকনিক্যাল কমিটির ১ম সভার কার্যবিবরণী।

সভার তারিখ	:	০৯-০৪-২০১৮ খ্রি. রোজ সোমবার
সভার সময়	:	বেলা ১১:০০ ঘটিকা
সভাপতি	:	মো: আমীর হোসেন মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
আলোচ্য প্রকল্প	:	

প্রকল্পের নাম	:	কৃষি (শস্য, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ) শুমারি-২০১৮ প্রকল্প
বাস্তবায়নকাল	:	০১-০৫-১৭ হতে ৩১-১২-২০ পর্যন্ত
একনেক কর্তৃক অনুমোদনের তারিখ	:	১১-০৭-২০১৭
প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৩৪৫০০.৩৯ লক্ষ টাকা
মোট জনবল সংখ্যা	:	মোট জনবল ১২৬
২০১৭-১৮ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ	:	৪১৬৭.০০ লক্ষ টাকা

০২। সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক' তে সংযুক্ত।

০৩। সভার শুরুতে সভাপতি স্বাগত জানিয়ে উপস্থিত সকলকে পরিচয় দেয়ার জন্য অনুরোধ করেন। অত:পর জনাব জাফর আহাম্মদ খান, প্রকল্প পরিচালক-কে সভার বিষয়বস্তু উপস্থাপনার জন্য অনুরোধ জানান।

০৪। প্রকল্প পরিচালক সভায় উপস্থিত হওয়ার জন্য সকলকে ধন্যবাদ ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। তিনি সভাপতির অনুমতিক্রমে কৃষি শুমারি'র পটভূমি, উদ্দেশ্য, শুমারির পরিধি, জোন গঠন, জোনাল অপারেশন, শুমারির প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, নমুনা শুমারিসহ শুমারির তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রমের উপর এক পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনা করেন।

০৫। তিনি সভাকে অবহিত করেন যে, প্রকল্পে ডিপিপি অনুযায়ী মোট জনবল ১২৮ থাকলেও বর্তমানে ০৫ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী অত্র প্রকল্পে কর্মরত রয়েছে। আউটসোসিং-এর মাধ্যমে ১২ (বার) জন ড্রাইভার, ৩ (তিন) জন অফিস সহায়ক ও ৫(পাঁচ) জন টাইপিস্ট-কাম কম্পিউটার অপারেটর নিয়োগের জন্য বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হয়েছে। তিনি প্রকল্পের বরাদ্দ উপস্থাপন করে বলেন, চলতি ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ৪১৬৭.০০ লক্ষ টাকার বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছে। প্রকল্পে ৫২ টি গাড়ি ক্রয়ের অনুমোদনের জন্য পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের মাধ্যমে অর্থ বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। তিনি কৃষি (শস্য, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ) শুমারি-২০১৮ প্রকল্পের কর্ম পরিকল্পনা উপস্থাপন করে বলেন, ১ম

জোনাল অপারেশন ২(দুই) ধাপে (১ম ধাপ: ০৮-১১-২০১৮ হতে ১৭-১১-২০১৮ এবং ২য় ধাপ: ১৮-১১-২০১৮ হতে ২৮-১১-২০১৮) এবং ২য় জোনাল অপারেশন ২(দুই) ধাপে (১ম ধাপ: ২৩-০১-২০১৯ হতে ০১-০২-২০১৯ এবং ২য় ধাপ: ০৩-০২-২০১৯ হতে ১২-০২-২০১৯) করা যেতে পারে। মূল শুমারি ২(দুই) ধাপে অনুষ্ঠিত হবে (১ম ধাপ: ১৬-০৪-২০১৯ হতে ০৫-০৫-২০১৯ এবং ২য় ধাপ: ২২-০৫-২০১৯ হতে ১০-০৬-২০১৯) করা যেতে পারে। নমুনা শুমারিতে শস্য, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে একই সময়ে সমগ্র দেশে তথ্য সংগ্রহ করা হবে। নমুনা শুমারির মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ ১১-০১-২০২০ হতে ৩০-০১-২০২০ তারিখে সময়ে করা যেতে পারে। কৃষি (শস্য, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ) শুমারি-২০১৮ তে দেশের প্রতিটি সাধারণ খানা এবং কৃষিভিত্তিক প্রাতিষ্ঠানিক খানা থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হবে।

০৬। পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) এর এক প্রশ্নের জবাবে সদস্য-সচিব বলেন, কৃষি মজুরীর তথ্যও কৃষি শুমারিতে আনা হবে। অতিরিক্ত সচিব বলেন, গ্রাম এলাকার প্রায় ৭০% লোক কৃষির উপর নির্ভরশীল, তাদেরকে এই শুমারিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। প্রকল্প পরিচালক বলেন, শহর ও গ্রামের প্রতিটি খানায় একই সাথে শুমারি করা হবে। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি আলোচনায় অংশগ্রহণ করে বলেন, কৃষি শুমারির মাধ্যমে আউশ, আমন ফসলের উৎপাদন forecast করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় কি'না, এ বিষয়ে সভাপতি প্রকল্প পরিচালকের নিকট জানতে চান যে, ফসলের চাষের জমির পরিমাণ এবং উৎপাদন প্রাক্কলন করার জন্য প্রশ্নপত্রে কোন ব্যবস্থা নেয়া যায় কি'না। প্রকল্প পরিচালক বলেন, শুমারিতে বেঞ্চমার্কস তথ্য সংগ্রহ করা হয়। ২০০৮ সালে আউশ ফসলের যে পরিমাণ চাষ ছিল বর্তমানে তার পরিমাণ কমেছে। কৃষি শুমারির ফ্রেম ব্যবহার করে আন্ত:শুমারি বছরগুলোতে কৃষি সংক্রান্ত অন্যান্য নমুনা জরিপ করা হয়।

০৭। কৃষি শুমারি-২০১৮ এর জোন গঠন প্রসংগে প্রকল্প পরিচালক বলেন, ২০০৮ সালের কৃষি শুমারিতে মোট জোন ছিল ১৯৭৮ টি। কৃষি (শস্য, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ) শুমারি-২০১৮ প্রকল্পের ডিপিপি অনুসারে ২৬০০ জন জোনাল অফিসারের নেয়ার সুযোগ থাকলেও বিবিএস এর জনবল সংকটের কারণে জোনের সংখ্যা ২২০০ এর মধ্যে সীমিত রাখা যেতে পারে। কৃষি শুমারি-২০০৮ এ যে সকল ইউনিয়ন/ওয়ার্ড নিয়ে জোন গঠন করা হয়েছিল কৃষি শুমারি ২০১৮ এর জন্য একই পদ্ধতিতে জোন গঠন করা যেতে পারে। অর্থাৎ প্রতিটি জেলায় কৃষি শুমারি ২০১৮ এর জোন সংখ্যা কৃষি শুমারি ২০০৮ এ জোনের সংখ্যার সমান হবে। কৃষি (শস্য, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ) শুমারি-২০১৮ এর জন্য পল্লি এলাকায় গড়ে ২৪০ খানা নিয়ে গণনা এলাকা এবং শহর এলাকা কমপক্ষে ৩০০ খানা নিয়ে একটি গণনা এলাকা এবং সিটি করপোরেশন এলাকায় কমপক্ষে ৩৫০ টি খানা নিয়ে একটি গণনা এলাকা গঠন করা যেতে পারে। জোনে গণনাকারীর সংখ্যা ১২০ জনের মধ্যে সীমিত রাখা যেতে পারে। জোনাল অপারেশন এর এক প্রশ্নের জনাবে সদস্য-সচিব প্রকল্প পরিচালক বলেন, জোনাল অপারেশনের মাধ্যমে মৌজা/মহল্লা বেইজ ম্যাপ সীমানা, লিজেন্ড সংশোধন করা, গণনা এলাকা নির্ধারণ করা, সুপারভাইজার ম্যাপ প্রস্তুত করা, জিও কোড সংশোধন করা, গণনাকারী ও সুপারভাইজারদের তালিকা প্রস্তুত করা ।

০৮। উপমহাপরিচালক, বিবিএস বলেন, বিবিএস এর বর্তমান জনবল দিয়ে ২২০০ জোনাল অফিসার পূরণ করা সম্ভব হবে না । ৫/৬ শত এর বেশী জনবল দেওয়া সম্ভব হবে না। সে ক্ষেত্রে আউটসোসিং-এর মাধ্যমে অন্য প্রতিষ্ঠানের জনবল অন্তর্ভুক্ত করে একাধিক ফেজে শুমারি পরিচালনা করতে হবে। শুমারির পরিধি সম্পর্কে প্রকল্প পরিচালক বলেন, কৃষি শুমারি Dejure পদ্ধতিতে করা হয়। সচরাচর ৬ মাসের মধ্যে খানায় যাওয়া-আসা থাকলে তাকে সেই খানার সদস্য হিসাবে গণনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। মূল শুমারি-তে সংক্ষিপ্ত প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে দেশের সকল খানায় তথ্য নেয়া হবে। মূল শুমারি'র তথ্যের ভিত্তিতে ৫ শতাংশ জমি আছে এরূপ খানার তালিকা প্রস্তুত করে নমুনা জরিপ করা হয়। গবাদি পশুর ক্ষেত্রে কতটি গরু ছাগল থাকলে তাকে গবাদি পশু খানা এবং কি পরিমাণ মাছ চাষ বা উৎপাদন করলে তাকে মৎস্য খানা বলা হবে তার সিদ্ধান্ত দরকার। বিআইডিএস এর প্রতিনিধি পিইসি, নমুনা জরিপের উদ্দেশ্য জানতে চান। প্রকল্প পরিচালক বলেন মূল শুমারি-তে গবাদি পশু, হাঁস-মুরগী, মৎস্য এর জন্য ভিন্ন ভিন্ন মডিউল রাখা যেতে পারে। পরিচালক, এফএ এন্ড এমআইএস আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেন, নমুনা শুমারিতে কৃষি, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ বিষয়ক প্রশ্নের বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা হবে। জোনাল অপারেশন সম্পর্কে প্রকল্প পরিচালক বলেন, জনবল সংকটের কারণে ১ম জোনাল অপারেশন ২ (দুই) ধাপে এবং ২য় জোনাল অপারেশন ২ (দুই) ধাপে করা যেতে পারে।

০৯। এক প্রশ্নের জনাবে জনাব আখতার হাসান খান, প্রকল্প পরিচালক, কৃষি ও পল্লী পরিসংখ্যান জরিপ প্রকল্প, বিবিএস বলেন, কৃষি (শস্য, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ) শুমারি-২০১৮ প্রকল্পের ডিপিপি প্রস্তুতের সাথে তিনি জড়িত ছিলেন। তার জানা মতে ডিপিপি অনুসারে মূল শুমারি একটি প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে পরিচালিত হবে। জনাব জাহিদুল হক সরদার, পরিচালক, সেন্সাস উইং, বিবিএস বলেন, যেহেতু ২০২১ সালে আদম শুমারি অনুষ্ঠিত হবে সে ক্ষেত্রে কৃষি শুমারি ২০১৮ তে খানা তালিকা প্রস্তুত করলে সেটি কার্যকর হবে। জনাব কবির উদ্দিন, পরিচালক, ইন্ডাস্ট্রি এন্ড লেবার উইং, কৃষি শুমারির International নিয়ম-রীতির উপর আলোচনা করেন। তিনি বলেন আদম শুমারির সাথে কৃষি শুমারি মিলানো যাবে না। তিনি লিস্টিং করার উপর গুরুত্বারোপ করেন। অতিরিক্ত সচিব বলেন, ন্যাশনাল হাউজহোল্ড ডাটাবেইজ শুমারি-তে প্রাপ্ত তথ্য এই শুমারি-তে ব্যবহারের কোন সুযোগ আছে কি'না। প্রাণি সম্পদ অধিদপ্তর এর প্রতিনিধি বলেন, প্রশ্নপত্র প্রণয়নের ক্ষেত্রে তাদের প্রতিনিধি রাখার কথা বলেন। প্রকল্প পরিচালক বলেন, নমুনা শুমারির ক্ষেত্রে প্রশ্নপত্র প্রণয়নের জন্য Inhouse আলোচনা করে চূড়ান্ত করা হবে। কৃষি শুমারিতে বিভিন্ন সংজ্ঞার বিষয়ে সভাপতি বলেন, এতদিন কৃষি শুমারি-তে যে সংজ্ঞা ব্যবহার করা হয়েছে সেটাই করা উচিত। তবে International Comparison এর ক্ষেত্রে কিছু বিষয় থাকলে সেটা বিবেচনায় নিতে হবে।

১০। সভাপতি আগামী টেকনিক্যাল কমিটির সভায় প্রশ্নপত্রের খসড়া উপস্থাপনের আহবান জানান। তিনি আরো বলেন, প্রশ্নপত্র প্রণয়নের বিষয়ে sub-committee গঠন করতে হবে। সেক্ষেত্রে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও মৎস্য অধিদপ্তর এর ২ (দুই) জন করে প্রতিনিধি এবং আইএসআরটি, খাদ্য মন্ত্রণালয় ও বিআইডিএস এর ০১ (এক) জন করে প্রতিনিধি নিয়ে কমিটি গঠন করা যেতে পারে।

১১। সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

(০১) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও মৎস্য অধিদপ্তর এর ২ (দুই) জন করে প্রতিনিধি এবং আইএসআরটি,ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, খাদ্য মন্ত্রণালয় ও বিআইডিএস এর ০১ (এক) জন করে প্রতিনিধি নিয়ে প্রশ্নপত্র প্রণয়ন সাব-কমিটি গঠন করতে হবে;

(০২) মূল শুমারিতে একই প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে শস্য, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ করা হবে;

(০৩) নমুনা শুমারিতে শস্য, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে একই সময়ে সমগ্র দেশে তথ্য সংগ্রহ করা হবে;

(০৪) ১ম জোনাল অপারেশন ২(দুই) ধাপে (১ম ধাপ: ০৮ নভেম্বর, ২০১৮ হতে ১৭ নভেম্বর, ২০১৮ এবং ২য় ধাপ: ১৮ নভেম্বর, ২০১৮ হতে ২৮ নভেম্বর,২০১৮) এবং ২য় জোনাল অপারেশন ২(দুই) ধাপে (১ম ধাপ: ২৩ জানুয়ারী, ২০১৯ হতে ০১ ফেব্রুয়ারী, ২০১৯ এবং ২য় ধাপ: ০৩ ফেব্রুয়ারী, ২০১৯ হতে ১২ ফেব্রুয়ারী, ২০১৯) অনুষ্ঠিত হবে;

(০৫) মূল শুমারি ২(দুই) ধাপে অনুষ্ঠিত হবে(১ম ধাপ: ১৬ এপ্রিল, ২০১৯ হতে ০৫ মে, ২০১৯ এবং ২য় ধাপ: ২২ মে, ২০১৯ হতে ১০ জুন, ২০১৯);

(০৬) নমুনা শুমারির মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ ১১ জানুয়ারী, ২০২০ হতে ৩০ জানুয়ারী, ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে;

(০৭) কৃষি (শস্য, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ) শুমারি-২০১৮ এর জন্য পল্লি এলাকায় গড়ে ২৪০ খানা নিয়ে গণনা এলাকা এবং শহর এলাকা কমপক্ষে ৩০০ খানা নিয়ে একটি গণনা এলাকা এবং সিটি করপোরেশন এলাকায় কমপক্ষে ৩৫০ টি খানা নিয়ে একটি গণনা এলাকা গঠন করা হবে;

১২। সভায় আলোচনার আর কিছু না থাকায় সভাপতি সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মো: আমীর হোসেন
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
ও
সভাপতি
টেকনিক্যাল কমিটি

বিতরণ: (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

০১। সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, ঢাকা(দৃষ্টি আকর্ষণ- মোঃ মাহবুবুর রহমান, পরিচালক(উপসচিব)) ।
০২। সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, আইসিটি টাওয়ার, আগারগাঁও, ঢাকা (দৃষ্টি আকর্ষণ- মোঃ খায়রুল আমীন, যুগ্ম-সচিব) ।
০৩। সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা(দৃষ্টি আকর্ষণ- জনাব হাজিকুল ইসলাম, গবেষণা পরিচালক) ।
০৪। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, পরিসংখ্যান ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।
০৫। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, পরিসংখ্যান ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।
০৬। মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামার বাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা(দৃষ্টি আকর্ষণ- ড. আলহাজ উদ্দিন আহাম্মেদ, অতিরিক্ত পরিচালক(মনিটরিং ও বাস্তবায়ন)) ।
০৭। উপমহাপরিচালক, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, পরিসংখ্যান ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।
০৮। মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ফার্মগেট, ঢাকা (দৃষ্টি আকর্ষণ- ডা: হীরেশ রঞ্জন ভৌমিক, পরিচালক(সম্প্রসারণ))।
০৯। মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা (দৃষ্টি আকর্ষণ- ড. মোহাঃ সাইনার আলম, জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ঢাকা)।
১০। নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ এগ্রিকালচারাল রিচার্স কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা(দৃষ্টি আকর্ষণ- ড. আ.শ.ম. আনোয়ারুল হক, সদস্য পরিচালক(এইআরএস) ।
১১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিস, আগারগাঁও, ঢাকা (দৃষ্টি আকর্ষণ-ড. মোহাম্মদ ইউনুস, সিনিয়র রিসার্চ ফেলো) ।
১২। যুগ্ম-প্রধান, ফসল উইং, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লি প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা (দৃষ্টি আকর্ষণ- মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, সিনিয়র সহকারী প্রধান)।
১৩। পরিচালক, ইনস্টিটিউট অব স্ট্যাটিস্টিক্যাল রিচার্স এন্ড ট্রেনিং, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
১৪। প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা (দৃষ্টি আকর্ষণ- মোঃ জহির ইকবাল, উপ-বন সংরক্ষক) ।
১৫। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর (দৃষ্টি আকর্ষণ- ড. মো: লুৎফর রহমান, পরিচালক(গবেষণা))।
১৬। Representative, FAO Bangladesh, Dhanmondi, Dhaka(দৃষ্টি আকর্ষণ- ড. নূর আহাম্মদ খোন্দকার).
১৭। প্রকল্প পরিচালক, A2i অফিস, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা ।
১৮। উপসচিব (উন্নয়ন-১), পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, পরিসংখ্যান ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।
১৯। পরিচালক (সকল), বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, পরিসংখ্যান ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।
২০। যুগ্মপরিচালক, এগ্রিকালচার উইং, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, পরিসংখ্যান ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।
২১। উপ-প্রকল্প পরিচালক, কৃষি (শস্য, মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ) শুমারি-২০১৮ প্রকল্প, পরিসংখ্যান ভবন, ঢাকা।
২২। অফিস কপি।